সন্ধ্যামালতি

সন্ধ্যামালতি

সাদিকুল নিয়োগী পন্নী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Shondhamaloti by **Sadiqul Neugi Ponney**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 978 984 95130 6 3

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

কন্যা উষা ও তার মা নিশিকে

নিশি চাঁদের আলোতে ঘুম পাড়ায়, উষা সূর্যের আলোতে জাগিয়ে তোলে...

গল্পক্রম

১. সন্ধ্যামালতি ৯
২. বাবার ডায়ারি ১৬
৩. রূপান্তর ২২
৪. শেষ আলিঙ্গন ২৮
৫. স্বপ্ন এক্সপ্রেস ৩৪
৬. প্রেমলীলা ৪০
৭. শাড়ি ৪৭
৮. গল্পের পেছনের গল্প ৫৫
৯. প্রবাসী বর ৬০
১০. পণ্ডিত ৬৯
১১. আনন্দাশ্রু ৭৫

সন্ধ্যামালতি

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আজাদের মৃত্যু পরোয়ানা কারাগারে পৌঁছেছে। জেল সুপার রফিক সাহেব কারারক্ষী-সহ লাল কাপড়ে মোড়ানো মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে গেলেন কনডেম সেলে।

তাকে দেখেই আজাদ বলল, শেষ বাণী শোনাতে এসেছেন নাকি রফিক সাহেব? তাড়াতাড়ি পড়েন। এভাবে বসে বসে দিন পার করতে আর ভালো লাগে না। হাহাহা...

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এমন আচরণ দেখে অভ্যস্ত রফিক সাহেব। জেলার জীবনে এসব ঘটনার অভিজ্ঞতা তার কম নয়। দণ্ড কার্যকরের সময় ঘনিয়ে আস্‌লে আসামিদের পাগলামি আরও বেড়ে যায়। তাই আজাদের অট্টহাসি তার কাছে স্বাভাবিকই মনে হলো।

আমার দায়িত্ব তো পালন করতে হবে আজাদ। এই বলে মৃত্যু পরোয়ানা পাঠ শুরু করলেন রফিক সাহেব।

আজাদ চুপচাপ শুনে গেল। কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখাল না।

রফিক সাহেব কনডেম সেল থেকে বের হওয়ার আগে আজাদকে বললেন, আমার জীবনে অনেক আসামি দেখেছি। কিন্তু আপনার মতো বিচিত্র প্রকৃতির লোক আমি দেখিনি। যতটুকু জানি শুরু থেকেই খুনের দায় স্বীকার করে আসছেন। অথচ খুনের কারণ কাউকে বলেননি।

কী হবে সে কথা শুনে? এ কথা বলে আজাদ আবার পাগলের মতো হো-হো করে হাসতে শুরু করল।

রফিক বললেন, আপনার হাতে এখনো দুটো সুযোগ আছে। ফাঁসির রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবেন। আর সর্বশেষ সুযোগ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়া।

রফিকের কথা কর্ণপাত করেনি আজাদ। সে হো-হো করে হেসেই যাচ্ছে।

রফিক বুঝতে পেরেছেন আজাদ এখন স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তিনি সহকর্মীদের নিয়ে কনডেম সেল থেকে বের হয়ে গেলেন।

আজাদের প্রতি রফিক সাহেবের এক অদৃশ্য মায়া কাজ করছে। আজাদের কথা বলার ধরন, বিনয়ী ভাব যে-কাউকে সহজে মুগ্ধ করে। তাকে দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না সে একজন খুনি। রফিকের ধারণা এই খুনের পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে। তাই কয়েকঘণ্টা পর রফিক আবার ছুটে গেলেন আজাদের কাছে।

আজাদ কনডেম সেলের এক কর্নারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। হয়তো শেষ সময়ে জীবনের হিসাবনিকাশটুকু মিলিয়ে নিচ্ছে।

রফিক সাহেব কনডেম সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। আজাদের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই।

রফিক বললেন, আজাদ আপনাকে বিরক্ত করতে আসলাম ভাই। জানি এ সময়ে আপনার কাছে কোনো কিছু জানতে চাওয়া উচিত হবে না। সত্যি বলতে আপনার প্রতি আমার একটা কৌতূহল রয়েছে। আর আপনাকে আমি স্নেহও করি। আমি চাই আপনি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। আমার ধারণা সব ঘটনা খুলে বললে আপনার সাজা কমতেও পারে।

আজাদ চোখ খুলে রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা আমার মতো একজন খুনির প্রতি আপনার এত মায়া কেন?

আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না ভাই। তবে আমি চাই আপনি শেষ চেষ্টাটুকু করেন।

ভেবে দেখি কী করা যায়।

একটা প্রশ্ন আমার মনে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে আজাদ। আশা করি আপনি বলবেন আমাকে।

কী জানতে চান বলেন।

আজাদ আপনি একজন ভালোমানুষ। আপনার মনে কী এমন ক্ষোভ ছিল যে আপনি খুনের মতো জঘন্য কাজ করতে গেলেন?

আজাদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ভেবেছিলাম খুনের বিষয়ে কাউকে কিছু বলব না। কয়েকদিন ধরে ঘটনাটি আমাকেও ভীষণ পীড়া দিচ্ছে। মনে হচ্ছে বুকের ভেতরে একটা অ্যাটম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। ক্ষতটা দেখার মতো কেউ নেই। বলার মতো মানুষও পাচ্ছি না। কষ্ট চেপে রাখার মতো যন্ত্রণা আর নেই। আপনি যেহেতু এত আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাহলে বসুন। বলছি।

জেলার রফিক সাহেব আজাদের মুখোমুখি বসলেন।

আজাদ বলতে শুরু করল...

'মালতি নামে একটা মেয়েকে আমি পাগলের মতো ভালোবাসতাম। মেয়েটি দেখতে অবাক করা সুন্দরী না হলেও তার গায়ের শ্যামবর্ণ, ডাগর ডাগর চোখ, ধনুকের বাঁকের মতো ভুরু যুগল, ওপরের ওষ্ঠে ছোট্ট তিল আর হালকা সোনালি রঙের চুলের জন্য তাকে ভিন্নরকম সুন্দর দেখাত। রহস্যময়ী এই চেহারার দিকে একবার চোখ পড়লে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে থাকা যেত না। তার কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হতো হৃদয়ের গহিন থেকে এক একটা মধুর শব্দ নির্গত হচ্ছে। সন্ধ্যামালতি ফুলের মতোই তার সৌন্দর্য আমাকে বিমোহিত করেছিল। আমি তাকে আদর করে সন্ধ্যামালতি নামেই ডাকতাম। ফুলের মতো মালতিও তার বহুমাত্রিক রূপ দিয়ে আমাকে সব সময় একটা মোহের মধ্যে রাখত।'

দেওয়ালে হেলান দিয়ে আজাদ আবার বলতে শুরু করল...

'মালতি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসত। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন সে আমার জন্য কতটা পাগল ছিল।

আমি কয়েকদিনের জন্য কিশোরগঞ্জ শহরের বাইরে যাব অফিসের কাজে। মালতিকে সন্ধ্যায় ফোনে বিষয়টি জানালাম।

মালতি আমাকে বলল, তোমার সাথে দেখা করতে আসতেছি। তুমি বাসা থেকে বের হও।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। দমকা বাতাস। মাঝে মাঝে বজ্রপাতও হচ্ছে।

আমি মালতিকে বললাম, এমন খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে বের হওয়ার প্রয়োজন নাই। মাত্র তো এক সপ্তাহ। তারপর তো দেখা হবেই।

আমি দেখা না করে থাকতে পারব না। তুমি রথখোলা মোড়ের রেস্টুরেন্টে বসো। বলল মালতি।

রেস্টুরেন্টটা আমার বাসার কাছেই ছিল। একটা ছাতা নিয়ে আমি বাসা থেকে বের হলাম। গিয়ে বসলাম রেস্টুরেন্টে। কিছুক্ষণ পর কাকভেজা হয়ে মালতি রেস্টুরেন্টে এসে হাজির হলো।

আমি তাকে দেখে অবাক হয়ে বললাম, এমন পাগলামি কেউ করে! পুরাই তো ভিজে গেছ।

মালতি ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চুলের পানি মুছতে মুছতে বলল, এসব কিছু না। ফ্যানের নিচে কিছুক্ষণ বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় মালতি আমার সামনে বসা ছিল। বলতে গেলে অধিকাংশ সময় সে অপলক দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছে।

মালতির এমন পাগলামিতে আমি মাঝে মাঝে ভয় পেতাম। যদি কোনো কারণে সম্পর্ক ভেঙে যায় তাহলে আমি থাকব কেমন করে?

আমি প্রায়ই মালতিকে বলতাম, তুমি যদি প্রতারণা করো তাহলে কিন্তু খুনাখুনি হয়ে যাবে।

মালতি হেসে উত্তর দিত, আমাকে খুন করার বাকি আর রাখলে কই?

এভাবে বেশ ভালোই চলছিল আমাদের।

বছরখানেক পর মালতির মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে থাকে। অমুক সংগঠন, তমুক সংগঠন-সহ নানা কিছু নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাথে যুক্ত হয় অনেক বন্ধুবান্ধব ও বড়ো ভাই।

আমি সাধারণত ছুটির দিনে মালতির সাথে দেখা করতাম। কিন্তু

একটা সময় এমন হলো আমার ছুটির দিন মানেই মালতির ব্যস্ততা।

তার আচরণে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। আমি তাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম নতুন কোনো সম্পর্কে জড়িয়েছে কি না। মালতি তখন উলটো আমাকে দশকথা শোনাত।

এভাবে দিনদিন আমাদের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হয় যে মালতি আমার সাথে দেখা করা বন্ধ করে দেয়। মাঝে মাঝে ফোনে কথা বললেও আমার সাথে খুব বাজে ব্যবহার করত। তারপরও আমি ধৈর্য ধরে সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি। সম্পর্কের এমন টানাপোড়েন পর্যায়ে আমি একটা কাজে সিলেটে যাই। সেখানে আমার তিন দিন থাকার কথা। দুই দিন পর মালতি ফোন দিয়ে অনুরোধ করে তার সাথে দেখা করতে। কী যেন গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।

আজাদ একটু দম নিয়ে বলল, 'আমার মনে আশার সঞ্চার হলো। ভাবলাম হয়তো ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। তাই তাড়াহুড়ো করে তিন দিনের কাজ দুই দিনে শেষ করে রাতেই রওনা দিলাম।

বাসে আমার একদম ঘুম হয়নি। প্রায় এক মাস পর মালতির সাথে দেখা হবে। মনের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা কাজ করছিল।

সকালে বাসায় এসে কোনো বিশ্রাম নিইনি। হালকা নাশতা খেয়ে মালতিকে ফোন দিলাম বের হতে।

মালতি বলল, সে দশটার দিকে বের হবে।

আমি প্যান্ট-শার্ট পরে রেডি হয়ে বসে আছি। বারবার ঘড়িতে সময় দেখছি। অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণে মনে হচ্ছিল ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে না।

দশটার কয়েক মিনিট আগে মালতির মোবাইল থেকে কল আসলো। ফোন রিসিভ করতেই মালতি করুণ সুরে জানাল সে বের হতে পারবে না। তার দাদির শরীর ভীষণ খারাপ।

মালতির কথা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। আমি কিছুটা চটে গেলাম।

রাগান্বিত হয়ে বললাম, কিছুক্ষণ আগে তোমার সাথে কথা হলো। তখন কিছু বললে না কেন?

আমার কথায় মালতি রেগে গেল। সে খুব বাজেভাবে বলল, আজব ব্যাপার! কার শরীর কখন খারাপ হবে সেটা কি আমি জানি? অসুস্থ মানুষ রেখে বাইরে যাব প্রেম করতে? তোমার মতো আমি অমানুষ না। রাখো তোমার ফোন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কী থেকে কী হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। যখন মনে হলো মালতির কথা সত্যিও হতে পারে, তখন নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হচ্ছিল। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। সারাটা দিন রুমের মধ্যে শুয়েবসে পার করলাম। উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠার কারণে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। এভাবে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। কিন্তু মালতির কোনো ফোন আসেনি। আমি ভাবলাম হয়তো তার দাদির শরীর আরও বেশি খারাপ হয়েছে। তাই কল দেওয়ার সুযোগ পায়নি। সন্ধ্যার দিকে খবর নিতে মালতিকে কল দিলাম।

বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর মালতি ফোন রিসিভ করে জানাল, একটা কাজে সে বাইরে বের হয়েছে। এখন কথা বলতে পারবে না। রাতে কথা হবে।

আমি কিছু বলার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই ফোন কেটে দিলো মালতি। আমার মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা কাজ করছিল। ভাবলাম বাইরে থেকে একটু ঘুরে আস্‌লে হয়তো একটু ভালো লাগবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আজাদ বলল, 'বাসা থেকে বের হয়ে অবচেতন মনে রাস্তায় হাঁটছি। সন্ধ্যার সময়টায় কিশোরগঞ্জ শহরের রাস্তায় বেশ কোলাহল থাকে। একটু নীরব পরিবেশের জন্য আমি শহরের রাস্তা পার হয়ে আবাসিক এলাকার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। হঠাৎ টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হলো। আমি হাঁটতে হাঁটতে আলোর মেলার দিকে চলে গেলাম। বৃষ্টির গতি ধীরে ধীরে বাড়ছে। কোথাও না দাঁড়ালে ভিজে যেতে হবে। আশেপাশে দাঁড়ানোর কোনো জায়গা

পেলাম না। এমন সময় মনে হলো একটু সামনেই মালতির এক বড়ো ভাইয়ের বাসা। রিসান নামে এই ভাইয়ের সাথে মালতি অনেক আগে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা হয়। আমরা তিনজন একসাথে গুরুদয়াল সরকারি কলেজের মাঠে বসে অনেকদিন আড্ডা দিয়েছি। আমার আর মালতির মধ্যে ছোটোখাটো ঝগড়া হলে রিসান ভাই মিটিয়ে দিতেন। বলতে গেলে তিনি আমাদের অভিভাবকের আসনে স্থান করে নিয়েছিলেন। আমি ভাবলাম বৃষ্টিতে না ভিজে ভাইয়ের বাসায় যাই। উনি বাসায় থাকলে মালতির বিষয়টাও বলা যাবে। হয়তো তার কাছ থেকে একটা ভালো পরামর্শ পাব।

রিসান ভাইয়ের বাসাটা ছিল মূল রাস্তা থেকে কয়েক গজ ভেতরে। বৃষ্টির গতি বেড়ে যাওয়ায় আমি এক দৌড়ে তাদের বাসার বারান্দায় পৌঁছে গেলাম। গেট খোলা থাকায় আমাকে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে রুমের ভেতরের টেলিভিশনের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি প্রথমে দরজায় নক করলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটু জোরে কাশি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কাঠের দরজা ধপাস করে খুলে গেল।'

আজাদ চুপ হয়ে গেল। তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। চোখ-মুখ হঠাৎ করেই রক্তিম বর্ণ ধারণ করল।

রফিক সাহেব বললেন, থামলেন কেন? তারপর কী হলো।

আজাদের চোখ দিয়ে এবার টপটপ করে পানি ঝরতে শুরু করল। অথচ কিছুক্ষণ আগে মৃত্যু পরোয়ানা শুনেও সে অনেকটা স্বাভাবিক ছিল।

আজাদ কাতরকণ্ঠে বলল, 'রুমে ঢুকতেই আমার চোখ পড়ল বিছানার দিকে। মালতি আর রিসান ভাই তখন অন্তরঙ্গ অবস্থায়। এমন সময় কারো আগমন তারা প্রত্যাশা করেনি। টিউবলাইটের আলোতে আমার চেহারা দেখে দুজন চমকে উঠল। মালতি লাফ দিয়ে দ্রুতবেগে অন্য রুমে চলে যায়। রিসান ভাই কাঁপতে কাঁপতে বিছানা

থেকে নেমে মাথা নিচু করে রুম থেকে বের হতে চাইলেন। এ দৃশ্য দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমি সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। আমার পাশেই ছিল ড্রেসিং টেবিল। আমি সাথে সাথে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা একটা ফুলদানি দিয়ে রিসান ভাইয়ের মাথায় সজোরে আঘাত করি। সাথে সাথে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তীব্র ক্ষোভে আমি অগ্নিমূর্তি ধারণ করি। রিসান ভাই মেঝেতে পড়ে গোংরাতে শুরু করলেন। আমি একলাফে তার বুকের ওপর বসে পড়লাম। তারপর ভাঙা ফুলদানি দিয়ে তার মাথা ও মুখে আঘাত করতে থাকলাম। ক্রমাগত আঘাতে তার মাথা, নাক-মুখ থেঁতলে গেল। মিনিট বিশেক পর আমার হুঁশ হলো। ততক্ষণে রিসান ভাই মারা গেছেন। আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি। মাথা কোনো কাজ করছিল না। ঠিক তখনি কয়েকজন পুলিশ এসে আমাকে হাতেনাতে আটক করল। আমি তখনো রিসান ভাইয়ের বুকের ওপরই বসা ছিলাম। আমার সারাশরীর ছিল রক্তে মাখা।'

রফিক সাহেব জানতে চাইলেন পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে?

আজাদ বলল, মালতি। আমার সন্ধ্যামালতি।